১১০তম বিশ্ব পরিযায়ী ও শরণার্থী দিবস উপলক্ষ্যে
মহামান্য পোপ ফ্রান্সিসের বাণী
(রবিবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)

ঈশ্বর তাঁর আপন জনমন্ডলীর সাথে পথ চলেন

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

গত বছরের ২৯শে অক্টোবর ছিল ধর্মপালদের ১৬তম সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি দিবস। মন্ডলীর মূল আহ্বানের অংশ হিসাবে এবং ঈশ্বরের মানুষ হওয়ার কারণে, এই অধিবেশন আমাদের সহযাত্রী হওয়ার আহ্বানকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। "সহযাত্রাকে মূলত তুলে ধরা হয়েছে ঈশ্বরের আপন জনমন্ডলীর একত্রে যাত্রা হিসাবে এবং ফলপ্রসু সংলাপের মাধ্যমে মন্ডলীতে বিভিন্ন দান ও সেবাকার্যের মধ্যে, যা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার সেবায় নিয়োজিত (অধিবেশনের রিপোর্ট)।
এই অধিবেশনে সহযাত্রাকে গুরুত্ব দেওয়ায়, মন্ডলীকে তাঁর ভ্রাম্যমাণ চরিত্রকে আবার খুঁজে পেতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে ঈশ্বরের জনমন্ডলী তীর্থযাত্রী স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে (লুমেন জেন্টিয়াম ৪৯)। স্বাভাবিক ভাবে, যাত্রাপুস্তকের কাহিনী আমাদের মনে আসে যেখানে ইহুদী জাতি প্রতিশ্রুত দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে : যা হল মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তির দেশের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ যাত্রা, এবং যার মধ্যে প্রভুর সাথে মন্ডলীর অন্তিম মিলনের ছবি ফুটে উঠেছে।
একই ভাবে, বর্তমান সময়ে, যেমন সকল সময়ে, পরিযায়ীদের মধ্যে এই জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে, যেন তারা তাদের চিরকালের বাসগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। তাদের আশাভরা যাত্রা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, "আমরা স্বর্গরাজ্যেরই নাগরিক, আমাদের পরিত্রতা যিশু খ্রিস্ট সেখান থেকেই একদিন আসবেন, আমরা এই প্রতীক্ষায় রয়েছি" (ফিলিপ্পীয় ৩:২০)।

বাইবেলে ইহুদীদের প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রার কাহিনী এবং পরিযায়ীদের যাত্রার কাহিনীর মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মোশীর সময়ের ইহুদীদের মত পরিযায়ীরা সাধারণত দমন-নিপীড়নের হাত থেকে, খারাপ ব্যবহার থেকে, নিরাপত্তাহীনতা ও ভেদাভেদ থেকে পালিয়ে যায় এবং উন্নতির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মরুভূমিতে ইহুদী জাতির মত পরিযায়ীরাও তাদের যাত্রাপথে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়: তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়, পরিশ্রম ও অসুখে ক্লান্ত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সামনে আসে হতাশা ও প্রলোভন।

যাত্রাপুস্তকের মূল সত্য, এবং প্রত্যেক পরিযায়ী যাত্রার ইতিহাস হল, প্রতিটা স্থানে এবং সকল সময়ে, তাঁর জনমন্ডলী ও সকল সন্তানের সঙ্গে, ঈশ্বর তাদের সামনেই চলেছেন, তাদের সঙ্গেই আছেন। মুক্তির ইতিহাসে তাঁর আপনজনের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি একটি নিশ্চিত বিষয়। তোমাদের ঈশ্বর ভগবান নিজেই তোমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন, "তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করবেন না, কখনও একা ফেলে যাবেন না" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৬)। যারা মোশীর নেতৃত্বে মিশর থেকে চলে এসেছিল, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছিল: যেমন মেঘস্তম্ভ ও আলোকস্তম্ভ যা তাদের যাত্রার পথ আলোকিত করত (যাত্রাপুস্তক ১৩:২১), ঈশ্বরের উপাসনার এবং তাঁর সঙ্গে মোশীর সাক্ষাতের শিবির যেখানে ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতির দৃশ্যমান চিহ্ন সাক্ষ্য (বা সন্ধি) সিন্দুক (যাত্রাপুস্তক ৩৩:৭); এছাড়া ছিল ব্রোঞ্জের সাপের খুঁটি। যখনই কোন মানুষকে সাপ দংশন করত, তখনই সে খুঁটির ওপরের ব্রোঞ্জের সাপটির দিকে তাকাতো আর বেঁচে যেতো| (গণনা পুস্তক ২১ :৮-৯); মান্না ও জল যা ছিল মরুভূমিতে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসার দান (যাত্রাপুস্তক ১৬ ও ১৭ অধ্যায়)। ঈশ্বরের কাছে মোশীর শিবির খুব প্রিয় ছিল ও সেখানে তাঁর উপস্থিতির একটি জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল। রাজা দায়ুদের রাজত্বের সময় শিবিরই ঈশ্বরের বেশি পছন্দ ছিল, মন্দির নয়, যাতে তিনি তাঁর মনোনীত জাতির

সঙ্গে পথ চলতে পারেন, "শিবির থেকে শিবিরে, এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে" (১: বংশাবলী ১৭:৫)।

অনেক পরিযায়ীর অভিজ্ঞতা হল, ঈশ্বর তাদের যাত্রাপথের সঙ্গী, পথপ্রদর্শক ও মুক্তির ভিত্তি। যাত্রা শুরু করার আগে তারা ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে, এবং তাদের প্রার্থনায় তাদের মনোবাঞ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁকে জানায়। পরিযায়ীরা যখন মরুভূমি, নদী, সমুদ্র, দেশ ও মহাদেশ পেরিয়ে যাত্রা করে তখন শতশত বাইবেল, প্রার্থনার বই ও পরিত্র জপমালা তাদের সঙ্গে থাকে!

ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর জনমন্ডলীর সাথে পথ চলেন তা নয়, তিনি থাকেন তাদের মধ্যেও। তিনি পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম হয়ে যান, বিশেষ ভাবে যারা হতদরিদ্র, ক্ষুদ্রতম ও সমাজের প্রান্তিক বর্গের মানুষ। এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের দেহ ধারণের রহস্য।

এই কারণে পরিযায়ীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, আমাদের অভাবী ভাই বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার মত, "যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হওয়া। তিনি নিজেই তা বলেছেন। তিনিই আমাদের দরজায় আঘাত করে চলেছেন, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, বিদেশী, নগ্ন বন্দীদের সঙ্গে আমরা যেন দেখা করি ও তাদের সবরকম ভাবে তাদের সাহায্য করি (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ "ভয় থেকে মুক্ত" অংশগ্রহণকারীদের খ্রিস্টযাগে পোপ মহোদয়ের উপদেশ)। মথি ২৫-এ পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে: "আমি বিদেশি ছিলাম, তুমি আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলে।" "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই তুচ্ছতমদের মধ্যে যখন কোন একজনের প্রতি তোমরা এরূপ করেছিলে, তখন আমারই জন্য তা করেছিলে" (মথি ২৫:৪০)। পথে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার অর্থ হল প্রভু যিশুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ। এই সাক্ষাতে আমাদের মুক্তির সুযোগ থাকে কারণ আমাদের অভাবী ভাই বোনের মধ্যেই প্রভু যিশু উপস্থিত থাকেন, আমাদের সাহায্যের আশায়। সেই অর্থে গরিব ভাই বোনেরা আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে, কারণ তাদের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাব (২০১৯-এ বিশ্ব দারিদ্র দিবস উপলক্ষ্যে পোপ মহোজয়ের বাণী)।

প্রিয় ভাই বোনেরা, পরিযায়ী ও শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আজকের এই দিনে আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করব। তারা তাদের নিজেদের বাসস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে অন্য কোথাও সম্মান নিয়ে বাঁচার তাগিদে। তাদের সঙ্গে মিলিতে হয়ে, আমরাও তাদের সহযাত্রী হই। তাদের ও আগামী সিনডকে "মা মারীয়ার কাছে নিবেদন করি, তাঁর মধ্যস্থতার জন্য, কারণ তিনি ঈশ্বরের জনগণের যাত্রাপথে তাদের নিশ্চিত আশা ও সান্ত্বনার চিহ্ন" (যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়ার উপর ১৬তম সাধারণ সভার রিপোর্ট)।

প্রার্থনা

হে সর্বশক্তিমান পিতা,
আমরা তোমার তীর্থযাত্রী ভক্তমন্ডলী,
চলেছি স্বর্গরাজ্যের অভিমুখে।
আমরা বাস করি নিজেদের দেশে,
কিন্তু বিদেশিদের মত।
প্রত্যেকটি বিদেশভূমি
আমাদের মাতৃভূমি,
কিন্তু প্রত্যেকটি নিজভূমি আমাদের কাছে পরভূমি।
যদিও আমরা পৃথিবীতে বাস করি
স্বর্গ হল আমাদের আসল গৃহ।
পৃথিবীর যে স্থানে আমাদের বাস
তার উপর অধিকারবোধ আমাদের যেন না হয়।
কারণ এই বাসস্থান আমাদের সাময়িক আবাস।

আমাদের সাহায্য কর
আমাদের পরিযায়ী ভাই বোনদের সাথে
আমরা যেন পথ ধরে এগিয়ে চলতে পারি,
সেই চিরস্থায়ী আবাসের দিকে,
যা তুমি আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছ।
খুলে দাও আমাদের চোখ,
খুলে দাও আমাদের হৃদয়,
অভাবগ্রস্ত ভাই বোনদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ
যেন হয়ে ওঠে প্রভু যিশুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ, যিনি তোমার পুত্র ও আমাদের প্রভু।
আমেন।

রোম, ২৪শে মে, ২০২৪।